একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ অধিশাখা)।
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

২৯ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।
স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.১৬.০৯৭.২০১৮-১২৭ তারিখ ঃ ----------
১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ উত্তম চর্চা(Best Practices) বিষয়ক প্রতিবেদন প্রেরণে।

সূত্রঃ ১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং- ০৪.০০.০০০০.৮১৭.৯৯.০১৪.১৮.৪৮ তারিখঃ ০৮/০৭/২০১৮ খ্রিঃ
২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং- ০৪.০০.০০০০.৮১৭.১৬.০১৪.১৮.৫৩ তারিখঃ ২৭/০৮/২০১৮ খ্রিঃ
৩. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং- ০৪.০০.০০০০.৮১৭.১৬.০১৪.১৮.৭৭ তারিখঃ ০৫/১২/২০১৮ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের উত্তম চর্চা(Best Practices) বিষয়ক প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে পৃষ্ঠা।

১১/০২/২০১৯
(এ কে এম মিজানুর রহমান)
উপসচিব
ও
সদস্য সচিব
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা
প্রণয়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কমিটি
ফোন-৯৫৭৪০১৪।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ জনাব কায়ছারুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব, গবেষণা শাখা।)

অনুলিপিঃ অবগতির জন্য।

১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
২। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

(উন্নয়ন-১ অধিশাখা)

www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

২৯ মাঘ, ১৪২৫ বঃ।

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.১৬.০৯৭.২০১৮-১২৮ তারিখ ঃ ----------

১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উত্তম চর্চা সমূহ

(ক) স্থানীয় সরকার বিভাগ

১.১ শিরোনামঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের লাইব্রেরীর অনলাইন ডাটাবেস

১.২ বিবরণঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগের লাইব্রেরীতে প্রায় ৯০০ বই রয়েছে
- ডাটাবেস এর লিঙ্ক স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইট (www.lgd.gov.bd) এ দেয়াআছে।
- কর্মকর্তা / কর্মচারীবৃন্দ ডাটাবেস এ কাঙ্খিত বই খুঁজতে পারবেন
- কাঙ্খিত বইটি নেয়ার জন্য অনলাইনে অনুরোধ করতে পারবেন
- একটি বইয়ের অনুরোধ ২ দিন পর্যন্ত অ্যাক্টিভ থাকবে
- একটি বই অনুরোধকৃত থাকা অবস্থায় সেটি আর অনুরোধ করা যাবে না
- ২ দিনের মধ্যে বইটি সংগ্রহ না করলে অনুরোধ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যাবে

১.৩ স্থিরচিত্র

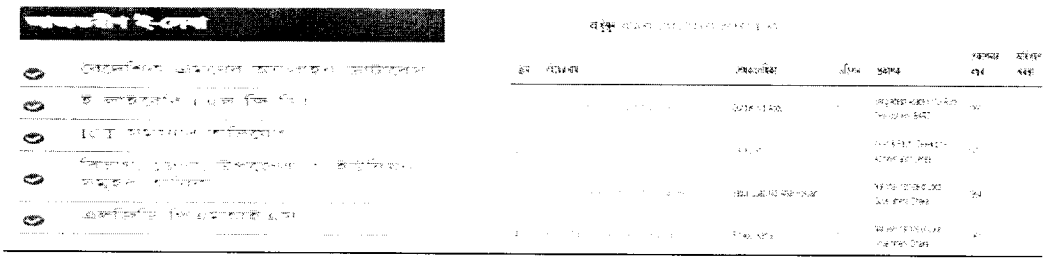

২.১ শিরোনামঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আইসিটি সমস্যার অভিযোগ ও প্রতিকার

২.২ বিবরণঃ

- আইসিটি সংক্রান্ত যেকোন সমস্যা সমাধানের জন্য আইসিটি সেলে ফোনে / অফিস সহায়ক মারফত যোগাযোগ করতে হয়।
- সফটওয়্যার এর লিঙ্ক স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইট (www.lgd.gov.bd) এ দেয়াআছে।
- কর্মকর্তা / কর্মচারীবৃন্দ যে কেউ আইসিটি সংক্রান্ত সমস্যা সাবমিট করতে পারেন।
- সমস্যার বিবরণ দেখে আইসিটি কর্মকর্তা / কর্মচারীবৃন্দ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
- আইসিটি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে

২.৩ স্থিরচিত্রঃ

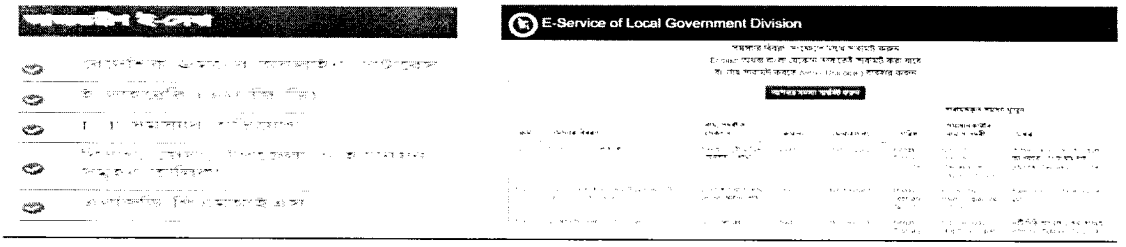

(খ) দপ্তরঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

১.১ শিরোনামঃ "কোড অফ কন্ডাক্ট" শীর্ষক ই-লার্নিং মডিউল

১.২ বিবরণঃ এলজিইডি বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রকৌশল সংস্থা। দেশের প্রতিটি উপজেলায় এর কার্যালয় রয়েছে। এসকল কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারী কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যেমন সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫, সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধি-১৯৭৯, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, জাতীয় ক্রয় সংক্রান্ত নৈতিকতা বিধি, পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮, ইত্যাদি। এসকল আইন-কানুনসমূহ অত্যন্ত ব্যাপক এবং এগুলো প্রতিপালন ও প্রয়োগের জন্য প্রতিনিয়ত স্টাডি করতে হয়। সুস্পষ্টভাবে জানা থাকলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনকালে উদ্ভুত বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সুবিধা হয়। আবার এসকল আইন সংক্রান্ত ডকুমেন্ট হাতের নাগালে থাকলে এর ব্যবহার সহজে করা যায়। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সদর দপ্তরে বা আঞ্চলিক কার্যালয়ে নিয়ে এসে এধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ও ব্যয় সাধ্য কাজ। কোড অফ কন্ডাক্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ই-লার্নিং মডিউল তৈরি করা হয়েছে, ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীগন যেকোন জায়গা থেকে অনলাইনে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। মূল্যায়ন শেষে পাশ নম্বর প্রাপ্তি সাপেক্ষে অনলাইনেই সনদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

১.৩ স্থিরচিত্রঃ

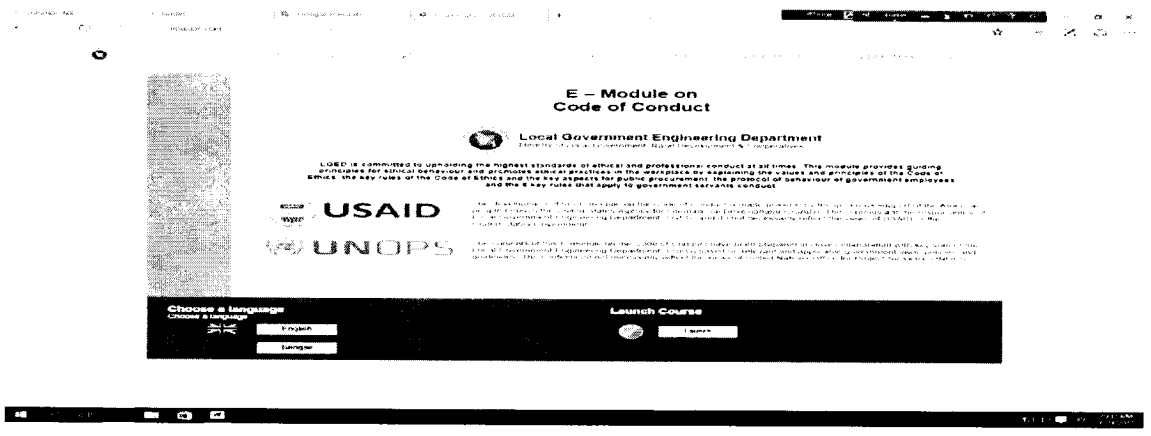

২.১ শিরোনামঃ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে Performance Based Maintenance Contract (PBMC) ব্যবহারঃ

২.২ বিবরণঃ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সচল রাখা। আর সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সবসময় ব্যবহার-উপযোগী ও সচল রাখার জন্য প্রয়োজন এর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ। প্রথাগতভাবে এলজিইডি সড়ক রক্ষণাবেক্ষনে নিয়মিত ও সময়ান্তর মেরামত কাজ করে থাকে। এছাড়া সড়কের পার্শ্বঢালে বৃক্ষরোপন করে অফ-পেভমেন্ট রক্ষনাবেক্ষণ করা হয়। প্রায়শ:ই এই পদ্ধতিগুলো সড়ক রক্ষনাবেক্ষনে যথেষ্ঠ বিবেচিত হয়না। তাই এসব পদ্ধতির পাশাপাশি এলজিইডি সড়ক রক্ষনাবেক্ষনে একটি নতুন চালু করেছে। এটি হলো Performance Based Maintenance Contract (PBMC), যেখানে ঠিকাদারের পারফর্মেন্সের উপর ভিত্তি করে তার মূল্য পরিশোধ করা হয়। এই চুক্তিটি সাধারণত ৫ বছর মেয়াদী হয়ে থাকে। পিবিএমসি পদ্ধতিতে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে সড়ক চলাচল উপযোগী রাখার জন্য সড়কের বিভিন্ন ক্ষয়-ক্ষতির প্যারামিটারের নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয়, যা আবশ্যিকভাবে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারকে মেনে চলতে হয়। উক্ত সীমা বজায় রাখতে ব্যর্থ হলে ঠিকাদারকে নির্দিষ্ট হারে জরিমানা করা হয়। এই পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে সড়ক সব সময় চলাচল উপযোগী থাকছে, পাশাপাশি জনগনের অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে।

এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি করায় ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সময় কম লাগছে। এই চুক্তিতে জরিমানার বিধান থাকায় ঠিকাদার শ্রেণী কাজের মান বজায় রাখতে আরো মনযোগী হচ্ছে। এলজিইডি'র আওতায় আরটিআইপি-২ এর আওতায় প্রায় ১২৩ কোটি টাকার পিবিএমসি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(গ) দপ্তরঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১.১ শিরোনামঃ দিবা-যত্ন কেন্দ্র স্থাপন

১.২ বিবরণঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত সরকারী প্রতিষ্ঠান। অধিদপ্তরে বর্তমানে আনুমানিক ৫৬ জন নারী কর্মকর্তা এবং ২৮৯ জন নারী কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন, যাদের মধ্যে আনুমানিক ৫৬ জন মূলভবনে কর্মরত। ২০১৮ সালে ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় প্রধান ভবনে একটি দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রের সার্বিক পরিচালনায় একটি কমিটি রয়েছে যা পরিচালনায় একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দায়িত্বে আছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রের কাযক্রম পরিচালিত হয় এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। প্রতি দুইটি বাচ্চার জন্য একজন সেবা প্রদানকারী কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। তিনি বাচ্চাদের দেখাশোনা, খাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকেন।

১.৩ স্থিরচিত্রঃ